যীশু, সেন্ট পল ও খ্রিষ্টধর্মের বিকাশ

ড. মর্তুজা খালেদ
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
E-mail: khaledmortuza@gmail.com

যীশু খ্রিষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে, তার পরও বর্তমান বিশ্বের তিনি এক অন্যতম প্রধান আলেচিত চরিত্র। প্রতি বছরই তার সম্পর্কে কোন না কোন নতুন তথ্য প্রকাশিত এবং সেটা নিয়ে সারা বিশ্বে বির্তকের ঝড় বয়ে যায়। কিছু দিন পর পরই যীশুকে কেন্দ্র করে নতুন ছায়াছবি নির্মাণ করছেন বিশ্বের যশস্বী নির্মাতা এবং সে ছবি সারা বিশ্বের সিনেমা হলগুলোর বক্স অফিসগুলিতে শীর্ষ ছবির আসন তখল করে থাকছে। ১৯৮৮ সালে *লাস্ট টেমটেশন অব ক্রাইস্ট* বিশ্বের আলোড়নকারী এক ছবির খ্যাতি পায়। ১৯৯৩ সালে ব্রেভহার্ট খ্যাত চলচিত্র নির্মাতা মেল গিবসন নির্মাণ করেন *দি প্যাশন অব ক্রাইস্ট* যা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ছবি। ২০০৬ সালে আমেরিকান ঔপন্যাসিক ড্যান ব্রাউনের বেস্ট সেলিং উপন্যাস দি ভিঞ্চি কোডের চলচিত্রায়ন হলে তা আবার নতুন করে যীশুকে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে আসে। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসের চরিত্র টিবিং এর মুখ দিয়ে যীশু খ্রিস্ট ও তার ধর্ম একং ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সম্পর্কে অপ্রিয় সত্য কথা বলেন। যা নিয়ে বিশ্বে নতুন এক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং নতুন করে যীশু খ্রিষ্টকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।
ড্যান ব্রাউন ছাড়াও পর্তুগীজ সাহিত্যিক যীশুকে নিয়ে লেখা তার উপন্যাস *গসপেল অ্যাকোডিং টু ক্রাইস্ট* উপন্যাসে একই ধরনের কথা বলেছেন। এই কথাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে নতুন ও অভিনব মনে হলেও ধর্মতত্ত্বের গবেষক ও তুলনমূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে তা নতুন নয়। বিগত বছরগুলিতে এই বিষয়গুলি নিয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফী, হিস্টোরী চ্যানেল অসংখ্য ফিচার প্রচার করেছে এবং বড় বড় অধ্যাপকদের মুখ দিয়ে তথ্যগুলির যে যথার্থ তা বলিয়ে নিয়েছেন। ড্যান ব্রাউন যে তার উপন্যাসে যীশু সম্পর্কীত সব সত্য কথা বলেছেন তা নয় তবে তার লেখার মধ্যে যীশু ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কীত অনেক অপ্রিয় সত্য কথা রয়েছে।

রোমান চার্চ যীশু সম্পর্কীত এ সকল তথ্য সম্পর্কে ক্ষীণস্বরে কিছু প্রতিবাদ করে তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন পাছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসে এই আশঙ্কায়। যীশু এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কিন্তু একই সাথে যীশুকে নিয়ে ঐতিহাসিকেরাও তাদের গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। যীশুকে সম্পর্কীত গবেষণা *ঐতিহাসিক যীশু* (Historical Jesus) নামে পরিচিত। আলোচ্য প্রবন্ধ যীশু ও তাঁর ধর্মমত সম্পর্কীত ঐতিহাসিক গবেষণার অন্তর্ভূক্ত।
রোমান সাম্রাজের প্রদেশ জুডিয়ার শাসন কর্তা পেন্টিয়াস পিলেট রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে এক তরুণ ইহুদী ধর্ম যাজককে মৃত্যদন্ড প্রদান করেন, যাকে মাঝে মাঝেই দেখা যেত জেরুজালেমের সিনোগগ-এ, সাধারণ ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বাণী প্রদান করতে আবার কখনও ইহুদী রাব্বীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতে। এই যাজক সকলের কাছে নাজারাথের যীশু নামে পরিচিত। যীশুর দন্ড কার্যকর করা হয় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আরও দুই কুখ্যাত দস্যুর সাথে। রোমান সম্রাট টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে সম্ভবত ২৯ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক শুক্রবারে জেরুজালেম শহরের উপকণ্ঠে এই দন্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে যীশুর ক্রুশের সামনে উপস্থিত ছিল তার মা ও মার সহোদর বোন ।[১] এভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে অপরাধীদের হত্যা করা সে সময় ছিল খুব সাধারণ এক বিষয়। যীশুর মৃত্যুও ছিল নিতান্ত সাধারণ এক ঘটনা যা ---- সে সময়ের কারও মনে রেখাপাত করে নাই। যীশু তার বাণী কোথাও লিখে রেখে যান নাই। জেরুজালেমের মানুষও এ ঘটনা মনে রাখার কোন চেষ্টাও করে নাই। কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এর উলেখ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক অনেক ঐতিহাসিক যীশু বলে যে আদৌ কোন ব্যক্তি ছিল তা স্বীকার করতেই নারাজ।[২]

যীশুর মৃত্যুর পরবর্তী পনের বছর তার কিছু অনুসারীগণ একত্রিত হয়ে যীশুর প্রচারিত বাণীসমূহ আলোচনা ও তাকে স্মরণ করার মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছিল। সে সময় কেউ ধারনা করে নাই যে, যীশু ছিলেন মহামানব, তিনি এক নতুন ধর্ম প্রচার করে গেছেন, যা বিশ্বের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ধর্মে পরিণত হবে এবং এ ধর্মের অনুসারী যাজকগণ পরবর্তী দেড় হাজার বছর ধরে ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করবেন। যীশুর ধর্ম অন্ধকারে থেকেই এক সময় হারিয়ে যেত যদি না সেন্ট পল এর আর্বিভাব ঘটতো। সেন্ট পলই অজানা, অজ্ঞাত যীশুকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবে রুপান্তরিত করেন, তার

প্রচারিত মতকে এক বিশ্ব ধর্মে উন্নীত করেন। মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে আলোচনা করা প্রয়োজন যীশু খৃষ্ট কে ছিলেন এবং তিনি কি বাণী প্রচার করেছিলেন ।

যীশুর জন্ম তারিখ ও সাল

যীশুর জন্ম ও বাল্যকাল সম্পর্কে জানার উৎস দু'টি। নিউ টেষ্টামেন্টের সেন্ট ম্যাথু ও সেন্ট লুকের বিবরণ। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের যথার্থ তারিখ ও সাল জানা যায় না । ষষ্ট শতাব্দীতে এসে খ্রিষ্টান যাজকগণ যীশু খ্রিষ্টের জীবনকাল নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। ৩৫২ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়নের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পোপ প্রথম জুলিয়াস ঘোষণা করেন যে, যীশুর জন্ম তারিখ হিসাবে ২৫ ডিসেম্বর পালন করা হবে। প্রাচীন ব্যবিলনীয়গণ ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে ২৫ ডিসেম্বর কে নববর্ষের প্রথম দিবস হিসাবে পালন করতো । ব্যবিলনীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের সব চাইতে ছোট দিন ছিল ২৫ ডিসেম্বর। এই দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দিনের আলোর জন্য ব্যবিলনীয়গণ দেবতাকে ধন্যবাদ জানানে প্রার্থনায় মিলিত হতো এবং একে সূর্যের পূনর্জন্ম বলে চিহ্নিত করতো।

প্রাচীন ব্যবিলন থেকে এ দিবস পালনের রীতি গ্রীসে এবং গ্রীস থেকে রোমান সাম্রাজ্যে সম্প্রসারিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যে নববর্ষ উৎযাপনের এই উৎসব স্যাটারনালিয়া নামে (Saturnalia) নামে পরিচিত হয়। গৃহ সজ্জা পার্টিয়ে, মোতবাতি জ্বেলে এবং গান গেয়ে প্রাচীন রোমে স্যাটারনালিয়া উৎযাপন এবং রোমে ঐ দিন কর্মবিরতিও পালন করা হতো। একই সাথে এই তারিখ ছিল সমকালীন রোমান সাম্রাজের রাষ্ট্রীয় ধর্ম মিথ্রাইজমের দেবতা মিথ্রাসের জন্মদিন। রোমান সম্রাট মার্কাস আরলিয়াস (161-180B.C) মিথ্রাইজমকে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন এবং ২৫ ডিসেম্বর মিথ্রাসের জন্মদিনে রোমান সাম্রাজ্যে উৎসব পালনের ব্যবস্থাও করেন। খ্রীষ্টধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মিথ্রাইজমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ২৫ ডিসেম্বর কে যীশুর জন্ম তারিখ হিসাবে ঘোষণা করা হয়।[৩]

যীশুর জন্ম সময় সম্পর্কে লুক লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত হয়েছে যে, যীশু যে দিন ভূমিষ্ট হন, সেদিন "ঐ অঞ্চলের (জুডিয়া রাজ্যের বেথেলহেম) মেষ পালকেরা মাঠে অবস্থান করছিল এবং নিজ নিজ মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল।"[৪] যীশুর জন্মস্থান জুডিয়া রাজ্যে শীতকালে প্রচন্ড শীত পড়ে এবং তাপমাত্রা হিমাংকের নীচে নেমে অবস্থান করে একইভাবে গ্রীষ্মকালে থাকে প্রচন্ড গরম, উত্তাপের জন্য এখানে রাতের বেলা মেষ চরানো হয়ে থাকে। সুতরাং এদিন বিবেচনা করে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন প্রকৃত পক্ষে যীশুর জন্ম হয়েছিল ডিসেম্বর নয় আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসের কোন এক দিনে, যখন জুডিয়াতে ছিল গরমকাল।

যীশুর জন্ম সাল যে ১ খ্রিষ্টাব্দ নয় সে বিষয়ে সব ঐতিহাসিকই এক মত। যীশুর জীবন সংক্রান্ত তথ্যের উৎস নিউ টেষ্টামেন্ট । সেখানে থেকে যীশুর জন্ম সাল সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো, ১. যীশুর জন্মের সময় জেরুজালেমের শাসক ছিলেন হেরোদ, ২. যীশুর জন্মের সময় রোমান সাম্রাজ্যে লোক গণনা চলছিল এবং লোক গণনায় নিজেদের নাম তালিকাভূক্ত করার জন্য মেরী তার ভাবী স্বামী যোসেফসহ তাদের গ্রাম গ্যালিলীয় থেকে নিকটবর্তী শহর বেথলেহেম -এ যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে যীশুর জন্ম হয়, ৩. যীশুর জন্মের সময় গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান দেখে তিনজন পারসিক দৈবজ্ঞ (Magi) এসে ভূমিষ্ঠ শিশু যে একজন মহামানব তা চিহ্নিত করেন এবং তারা শিশু যীশুকে উপহার দিয়ে যান।

এই তথ্যগুলি থেকে যীশুর জন্ম সাল নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। জেরুজালেমের শাসক হেরোদ এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, তিনি ৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। যীশুর জীবনীকার লুকের মতে যীশুর জন্মের সময় রোমান সাম্রাজ্যে লোকগণনা চলছিল।[৫] রোমান সাম্রাজ্যে লোকগণনা একটি ঐতিহাসিক সত্য। এই লোকগণনার কাজ শুরু হয় ৬ খৃষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ৭ খৃষ্টাব্দে। প্রসঙ্গত উলেখ্য খ্রিষ্ট সাল গণনা নতুন ভাবে করা হয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে যা বর্তমানে প্রতীয়মান হয় যে এতে চার থেকে আট বৎসরের ভুল রয়েছে। সুতরাং যীশুর জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ৮ থেকে ৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময়।[৬] তবে ঐতিহাসিকেরা বৃহত্তর আঙ্গিকে যীশুর জন্ম সাল হিসাবে ৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দকে গ্রহণ করতেই বেশী আগ্রহী।[৭]

যীশুর কর্মময় জীবন

যীশু খ্রিষ্ট বা Jesus Christ হল যীশুর গৃহীত নাম, তার আসল নাম নয়। জেসাস নামের উৎপত্তি গ্রীক থেকে। হিব্রু শব্দ Joshua যা Yehoshuah শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে জেসাস শব্দ এসেছে । হিব্রু ভাষায় Yehoshuah শব্দের অর্থ জেহোবার বাণীদাতা। ক্রাইস্ট শব্দ একই ভাবে গ্রীক Christos শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়। গ্রীকগণ হিব্রু mashiakh বা messiah শব্দের অনুবাদ করেছিল এভাবে। যার অর্থ ছিল বাণীদাতা। হিব্রু ধর্ম গ্রন্থে ম্যাসায়া নামে

এক মহাপুরুষের আগমণ বার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল, যিনি এসে ক্রান্তিকাল থেকে ইহুদী জাতিকে উদ্ধার করবেন। ক্রাইস্ট শব্দটি ব্যাপকভাবে যীশুর শিষ্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো, তারা ওল্ড টেষ্টামেন্টে বর্ণিত মহাপুরুষ ম্যাসায়া হিসাবে যীশুকে দেখতেন। পরবর্তীতে জেসাসের সাথে ক্রাইস্ট শব্দটি যোগ করা হয়।[৮]

যীশু ছিলেন এক দরিদ্র ইহুদী পরিবারের সন্তান। বাবা যোসেফের পেশা ছিল সুতোর মিস্ত্রি। মেরী ও যোসেফের যীশু ছাড়াও ছিল আরও চার পুত্র ও দুই কন্যা। যীশুর অপরাপর ভ্রাতাদের নাম নিউ টেষ্টামেন্টের ভাষ্য অনুযায়ী জেমস, যোশেফ, সিমন ও জুডাহ।[৯] যীশু স্বল্প শিক্ষিত ছিলেন তবে ছোটবেলা থেকেই প্রভূত ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তার ইহুদি ধর্মতত্ত্বের উপর তার দখল ছিল সীমাহীন । ধর্মের গূঢ় ও জটিল বিষয়গুলিকে তিনি অবলীলাক্রমে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। যীশু পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ছুতোর মিস্ত্রির কাজকে। তবে সাতাশ বছর বয়সে তার জীবিকা অর্জনের এই মূল কাজ ছেড়ে দিয়ে বাণী প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন। যীশু অবিবাহিত ছিলেন এবং মাত্র তিন বছর তার মতবাদ প্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন। যীশু তার জন্মস্থান নাজারাথের গ্যালিলীয় ও সংলগ্ন এলাকাতে তার বাণী প্রচার করতেন। প্রধানত ইহুদী উপাসনালয়ে বক্তৃতা করতেন। তার প্রধান শ্রোতা ছিল গ্যালিলীয়ের মৎসজীবী, ক্ষুদ্র কৃষক, ব্যবসায়ীসহ সমাজের নিম্ন স্তরের সাধারণ মানুষ। যীশুর প্রচারিত মত ছিল অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক তার মূল বক্তব্য কখনই তিনি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি যে মত প্রচার করেন তার সারাংশ ছিল নিম্নরূপ।

যীশুর শিক্ষা

1. Love your enemies (Luke 6:27)
2. If struck on one cheek, offer the other (Luke 6:29)
3. Give to everyone who begs (Luke 6:30)
4. Judge not and you won't be judged (Luke 6:37)
5. First remove the beam from your own eye (Luke 6:42)
6. Leave the dead to bury their dead (Luke 9:60)
7. Go out as lambs among wolves (Luke 10:3)
8. Carry no money, bag, or sandals (Luke10:4)
9. Say, "God's rule has come near you" (Luke 10:9)
10. Ask and it shall be given to you (Luke 11:9)
11. Don't worry about living (Luke 12:22)
12. Make sure of God's rule over you (Luke 12:31)
13. Repent, for the kingdom of the heavens has drawn near".10
14. "Happy are those who mourn, since they will be comforted".11
15. "Happy are the mild-tempered ones, since they will inherit the earth".12
16. "Happy ate thwose hundering and thirsting for righteousness, since they will be filled".13
17. "Happpy are the merciful, since they will be shown mercy". 14
18. " Happy are those who have been persecuted for righteousness sake, since the kingdom of the heavens belongs to them.15 .
19. Rejoice and leap for joy, since your reward is great in the heavens;16

Gfv‡e hxï fvjevmvi K_v cPvi K‡ib, ïa ZvB bq wZwb ¶gvi K_v ‡Rviv‡jv fv‡e Dc¯vcb K‡ib I ì ‡Uóv‡g‡›Ui A‡bK weav‡bi Zxe we‡ivaxZvI wZwb K‡iwQ‡jb| wZwb e‡jb-------

20. " You heard that it was said, "eye for eye and tooth for tooth. However, I say to you: Do not resist him that is wicked; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other also to thim. And if a person wants to go to court with you and get possession of your inner garment, let your outer garment also go to him.17
21. ..... Continue to love your enemies, to do god to those hating you, to bless those cursing you, to pray for those who are insulting you. ....Strikes you on the one cheek, offer the other also; ....18.

এভাবে যীশু অব্যাহত ভাবে মানুষকে ভালবাসা ও ক্ষমার কথা বলেন। তা সত্ত্বেও তাকে দন্ডিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

যীশুর মৃত্যুর ঘটনাবলী

সমসাময়িক কালে প্যালেস্টাইন বা ইহুদি রাজ্য জুড়াহ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের এক ক্ষুব্ধ প্রদেশ। এ সময় রোমান শাসন প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা ও আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা জুডিয়াতে বসবাসরত

রোমান ও ইহুদী প্রত্যেককে সমানভাবে প্রভাবিত করে। যা যীশুকে নয়া ধর্মমত প্রকাশে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে নিউ টেষ্টামেন্টে যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে প্রকৃত ঘটনাবলী অনুধাবন করা যায় না। একজন ধর্মপরায়ণ ইহুদী হিসাবে প্রতি বছর যীশু ইহুদী ধর্মীয় উৎসব পাসোভায় যোগ দিতেন। এ অনুষ্ঠানের সময় তিনি সিনাগন প্রাঙ্গণে তার বাণীও প্রচার করতেন। মৃত্যুর যীশু যথারীতি পাসোভার সময় জেরুজালেমে এসেছিলেন। ইহুদী যাজকবৃন্দ যীশুকে দেখেছিলেন সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারী এক ব্যক্তি হিসাবে, তারা যে কোন অজুহাতে যীশুকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল।

যীশুর বিভিন্ন গোসপাল থেকে এটা স্পষ্ট নয় কি অভিযোগে যীশুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু তার বিচার ও মৃত্যুদন্ড যে ভাবে কার্যকর করা হয় তাতে এটা স্পষ্ট যে ইহুদী যাজকবৃন্দের যীশুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছিল না। [১৯] এক বৃহস্পতিবার রাতে যীশুর এক অনুসারী জুডাহ ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে ধরিয়ে দেন। যেরুজালেমের ইহুদী উপাসনালয়ের কর্মচারীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করে ঐ রাতেই তাকে ইহুদীদের সর্বোচ্চ আদালত সিনহিড্রিনে হাজির করে। সিনড্রিনের প্রধান কাইয়াপাস বাড়ীতে এর বিচার সভা বসে এবং এখানে যীশুকে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে (Blaspheme) অভিযুক্ত করে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়।[২০] কিন্তু ইহুদীদের এই ধর্মীয় আদালতের কাউকে মৃত্যুর মতো গুরু দন্ড দেবার ক্ষমতা ছিল না । ফলে যীশুকে পরদিন ভোর বেলা প্রাদেশিক শাসন পোন্টিয়াস পিলেটের সামনে হাজির করা হয় আনুষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করার জন্য। রোমান প্রাদেশিক শাসক পোন্টিয়াস পিলেট যীশুর নিরপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং তিনি যীশুকে বাঁচাতে চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তিনি ইহুদী যাজকদের চাপে বাধ্য হন দেশোদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে যীশুকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করতে। [২১] ঐ দিনই ক্রুশবিদ্ধ করে যীশুর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুর সময় যীশু শুধু বলেছিলেন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?"[২২]

যীশুর প্রচারিত ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য

সমসাময়িক ইহুদী ধর্ম প্রধানত দুই ভাগ ভাগে বিভক্ত ছিল। যীশুর মৃত্যুকালীন সময়ে জেরুজালেমের ধর্মী আদালত সানহিড্রিনে সাজেসীগণ সংখ্যাগরিষ্ট ছিল। ইহুদীদের চোখে তিনি ছিলেন ধর্মদ্রোহী এবং তার মতবাদ সে সময়ের ইহুদী ধর্মের প্রধান দুই শাখার মতো তৃতীয় একটি শাখা হিসাবেই পরিচিতি লাভ করতে থাকে। যীশু নিজে কখনই দাবী করেন নাই যে, তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রচার করেছেন। যীশু প্রচারিত মত লিপিবদ্ধ করে রাখার কোন চেষ্টাও করে যান নাই।

যীশু নিজেকে ম্যাসায়া বলে দাবী করেছিলেন। ওল্ডটেষ্টামেন্টে বর্ণিত আছে যে, কুমারী মাতার কোলে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। সে পৃথিবীতে ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। ইহুদী জাতির উচিত সে সময়ের জন্য অপেক্ষা করা এবং সে মহামানবের আর্বিভাবের পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া।[২৩] প্রথমে ইহুদীদের এক অংশ যীশুকে ম্যাসায়া মনে করে তার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে রোমান শাসন অবসান করে ইহুদী ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ব্যক্তও করে ছিলেন, কিন্তু যীশু তাতে সম্মত হন নাই ।[২৪] তিনি ঘোষণা করেন তার স্বর্গরাজ্য পার্থিব পৃথিবীতে নয়। ফলে স্বভাবত ইহুদীদের এক অংশ যারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তারা পরবর্তীতে তার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

লেখকের গবেষনালব্ধ পুর্বের লেখাগুলো পড়তে এই চৌহদ্দির ভেতরে টোকা মারুন

ইতিহাসবিদ এই তরুন গবেষক, লেখক ও শিক্ষক সম্পর্কে জানতে এই চৌহদ্দির ভেতরে টোকা মারুন

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

[1] John 19:25
[2] "there was no historical Jesus, and that the character is a gestalt of numerous individuals who lived and myths that were common currency during the late Hellenistic age."
Internet (http://www.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Earl_Doherty&action=edit).

[3] Swain, J.E., *A History of World Civilization*, New Delhi: Eurasia Publicashing House, (Pvt.), 1997. p.186.

[4] "There were also in that same country shepherds living out of doors and keeping watches in the night over their flocks" Luke 2:8.
[5] Luke 2: 1-4.
[6] "Jesus Christ", 2003 Microsoft Encarta Encyclopedia.
[7] "New Testament History: Timeline of events, people and places." Internet (http://w.about.com/w3c/p3p.xml)
[8] 2001 Encyclopaedia of Britanica.
[9] Mark 6:2; Luke 4:22; Matthew 13:55-56
[10] Matthew 3:2.
[11] Matthew 5:4.
[12] Matthew 5:5.
[13] Matthew 5:6.
[14] Matthew 5:7.
[15] Matthew 5:10.
[16] Matthew 5:12.
[17] Matthew 5:38-40.
[18] Luke 6:27-29.
[19] Microsoft Encarta Encyclopeadia 1998.
[20] Mark 14:64
[21] John: 18:28-40
[22] Matthew 27:46.
[23] Isaiah 7:14-15.
[24] Walbank, T.W., *Civilization Past and Present*, Chicago: Scott. Foresman and Company, 1949. p.223.